এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক
২০০০

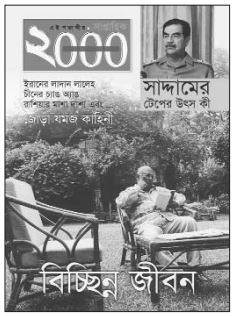

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পর সমাজ কাঠামোর মধ্যে বড় পরিবর্তন দেখা যায়। ক্রমেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ভেঙে পড়ে। মূল্যবোধেরও আসে পরিবর্তন। শিল্প বিপ্লব বিশ্বকে পালটে দিয়েছে। মানুষকে দিয়েছে সমৃদ্ধি। অপরদিকে আবেগ, ভালোবাসা কেড়ে নিয়েছে। পুঁজিবাদ তার চরম বিকাশমান ধারায় মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। নগরকেন্দ্রিক সমাজ কাঠামো আমাদের সেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে দিয়েছে।

সমাজের মানুষগুলো ক্রমেই হয়ে উঠেছে আত্মকেন্দ্রিক। মানুষ ছুটছে যশ, খ্যাতি, অর্থের পেছনে। একজন কষ্ট করে হয়তো বিশাল প্রতিষ্ঠানের মালিক হন। যৌবনের সমস্ত কষ্টের বিনিময়ে গড়ে তোলেন প্রাসাদ। সন্তানকে উচ্চ শিক্ষিত করতে পাঠিয়ে দেন বিদেশে। বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষিত সন্তান আর ফেরে না। এক পর্যায়ে বিশাল অট্টালিকার মাঝে তিনি হয়ে পড়েন একা। নিঃসঙ্গতার মাঝে তিল তিল করে ধাবিত হন মৃত্যুর দিকে।

মূল্যবোধহীন বড় হওয়ার প্রবণতা আজ আমাদের নিঃশেষ করে তুলেছে। এখন শহরে একটি শিশু বড় হয়ে ওঠে একাকী। ঘুম থেকে উঠে সে দেখে বাবা ব্যবসার কাজে বাইরে গেছে। মা অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত। বাড়িতে নেই আপনজন। একাকী অবহেলায় সে বড় হয়। নিঃসঙ্গতা তাকে কুরে কুরে খায়।

আসলে পুঁজিবাদী মূল্যবোধ আমাদের প্রাচীন সমাজ কাঠামোর মূল্যবোধকে ক্রমেই নিঃশেষ করে তুলছে। আমরা হারিয়ে ফেলছি আমাদের স্বকীয়তা। মূলত এ কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে নিঃসঙ্গতা। সমাজ বিজ্ঞানী ডুরখাইম সমাজ-বিচ্ছিন্নতাকে সুইসাইডের অন্যতম কারণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্বতার কারণে সৃষ্ট নিঃসঙ্গতা সমাজে সৃষ্ট করে অপরাধ। মানুষ অপরাধ জগতের মধ্যে সঙ্গ খুঁজতে চায়। সম্ভবত এ কারণেই আধুনিক চীনের সমাজ কাঠামোর স্রষ্টা কনফুসিয়াস গুরুত্ব দিয়েছিলেন পারস্পরিক মৈত্রী আর ভালোবাসার ওপর। কনফুসিয়াস চীনা জনগণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন বিচ্ছিন্নতা নয়, পারিবারিক ও সমাজের সুসম্পর্কের ভিত সমাজ অগ্রগতির নিয়ামক। প্রাচীন ভারতের দার্শনিকেরা এ মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

শুধু সমৃদ্ধিতে যে সুখ পাওয়া যায় না আজ তা ক্রমেই নতুন ভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। এ কারণে পাশ্চাত্যে আবার পারিবারিক কাঠামোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আমরা যেন সেই পুঁজিবাদের ভ্রান্ত চেতনা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের আজ হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধকে তুলে ধরতে হবে। পারিবারিক ভিতকে করতে হবে সুসংহত। একলা নয়, সবাইকে নিয়েই সুখে-শান্তিতে বাস করতে হবে।

প্রচ্ছদ মডেল : **আমীরুল ইসলাম**
ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মূর্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ

যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com